হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু’র ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল ১৬ আগস্ট বিকেলে হারদী মীর সামসুল আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা শাহানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু। তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট দেশের কিছু মীর জাফর বিশ্বাস ঘাতক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এখনও সেই বিশ্বাস ঘাতকরা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভনেত্রী প্রধান মন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। সেদিক মাথায় রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কান্ডারী নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।
আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপনের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় যুবলীগ সাবেক নেতা মাসুদ মোস্তাফিজ, জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাকু, আজাদ ও শুভ।

স্বাগত বক্তব্য রাখে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা ইসতিয়াজ মিজান নিপ্পন, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, যুবলীগ নেতা শেখ শাহিনুর রহমান, হারুন- অর-রশিদ, হিরোক মেম্বার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা রুবেল, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ নয়, উঠে এসেছেন

বিএনপি পরিবার থেকে

নিজেকে আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য পরিচয় দেওয়া এবং সরকারের ওপর মহলের নেতাদের সাথে গভীর সখ্য রয়েছে এমন প্রচারনা চালিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সবার কাছে চরম স্বেচ্ছাচারি হয়ে ওঠা আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের পারিবারিক ইতিহাস জানা গেছে। তিনি আসলে আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে নয়, বরং জন্মগতভাবে বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসেছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার একটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। মামুন বাবর মিরোজের বড় ভাই হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির তৎকালীন এমপি শৈলকূপার আব্দুল ওহাবের সাথে পারিবারিক গভীর সম্পর্ক ছিল মামুন বাবর মিরোজের পিতা বাবর আলীর। তাদের গ্রামের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলার হাটফাজিলপুর বাজারের পাশের ক্রিপালপুর গ্রামে। এই গ্রামটি আবাইপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের হাত ধরে মামুন বাবরের পিতা বাবর আলী আবাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বিএনপির নেতা বাবর আলীর দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম হুমায়ুন বাবর ফিরোজ আর ছোট ছেলে মামুন বাবর মিরোজ। বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ ৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এর কিছুদিন আগে বাবর আলী ক্রিপালপুর গ্রাম ছেড়ে শৈলকূপা পৌর শহরের কবিরপুরে বাড়ি ভাড়া নেন। এই কবিরপুরেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে রয়েছে ‘এমপি মার্কেট’ নামের একটি মার্কেট। মার্কেটটি বিএনপির এমপি আব্দুল ওহাবের মালিকানাধীন। এই মাকের্টের পাড়াতেই বাবর আলী বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন।

বাবর আলীর বড় ছেলে হুমায়ুন বাবর ফিরোজ এই বাড়ি থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পারিবারিক রাজনৈতিক সাপোর্ট এবং শৈলকূপা উপজেলা বিএনপির দলীয় সাপোর্ট পেয়ে ফিরোজ কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্তপোক্ত করে তোলেন। এরপর ৯৬ সালে

তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত শিবিরের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অবস্থান পাকাপোক্ত করে তুলতে হুমায়ুন বাবর ফিরোজের অবদান স্বীকার করে অনেকে।

এরপর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের সরকার। বিএনপি পরিবার থেকে উঠে আসলেও ভোল পাল্টে ফেলেন মামুন বাবর মিরোজ। তিনি রীতিমত ভোল পাল্টে হয়ে যান বড় ছাত্রলীগার। পরে চাকুরীজীবনে হয়ে ওঠেন বড় আওয়াীলীগার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা মামুন বাবর মিরোজ চাকুরী পেয়ে যোগ দেন কুষ্টিয়ার মিরপুর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে। আলমডাঙ্গার মত চরম হুমকি-ধামকি দিয়ে মিরপুরের মানুষজনকেও প্রথমে বশে আনতে চেষ্টা করেন মামুন বাবর।

সকালের অফিস বিকেলে যাওয়া শুরু করেন। তার এই অন্যায় রেওয়াজে প্রথম বাঁধ সাধেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কামারুল আরেফীন। তিনি সরকারি নিয়মে অফিসে আসার বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে চরমপত্র দেন। কড়া হুশিয়ারিও দেন তিনি। এতেও কাজ না হলে তিনি সব সময়ের স্বেচ্ছাচারী মামুন বাবরকে জরুরী বদলী করার ব্যবস্থা করেন। মামুন বাবর এরপর যোগ দেন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে।

আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে তার স্বেচ্ছাচার শতগুনে বাড়িয়ে দেন। প্রধমে বয়োজোষ্ঠ্য দলিল লেখকদের ওপর চালাতে থাকেন নিপীড়ন। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন তাদেরকে। আলমডাঙ্গায় যোগ দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই দলিল লেখকদের মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন একজন হিংস্র অফিসার হিসেবে। এভাবে চলতে থাকায় দলিল লেখকরা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন আন্দোলন। কিছুদিনের জন্য জমি কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ পড়ে বিপাকে। এরপর এক রাজনৈতিক মধ্যস্থতায় এর সমাধান হয়।

সূত্র জানায়, আবারও পার পেয়ে যান মামুন বাবর। তিনি এবার তার স্বেচ্ছাচারিতা আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেন। সকালের অফিস বিকেলে আসতে শুরু করেন। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর খেয়ে না খেয়ে মামুন বাবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এই ভয়াবহ অনিয়মের প্রতিবাদ করলে তিনি আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে প্রচার করতে থাকেন। তিনি জন্মগতভাবে আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান বলেও সবাইকে হুশিয়ারি করতে থাকেন। তিনি এমনও বলতে থাকেন,তাকে কোন ক্ষমতাই আলমডাঙ্গা থেকে বদলী করাতে পারবে না।

বছরের পর বছর এভাবে স্বেচ্ছাচারিতার মোড়কে নিজেকে ঢেকে চলতে থাকলে নজর পড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব আলীর। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীকে সাথে নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতাকে রুখে দিতে সচেষ্ট হন। সরকারি নিয়মে অফিসে আসতে তাকে তাগিদ দেওয়া হয়। দেওয়া হয় আল্টিমেটাম। কিন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আল্টিমেটাম কোন কাজে আসেনি। বরং উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও বিশোদগার করতে থাকেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী জানান, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও তার সরকারি চাকুরী বিধি লংঘন করার বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে উপর মহলে জানানো হবে।

আলমডাঙ্গায় জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার ঘোষবিলার ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী মিজানুর রহমানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার পরও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছেন ঘোষবিলা গ্রামের মৃত বাদল উদ্দিনের ছেলে মাহিন উদ্দিন।

মিজানুরের মা কেঁদে কেঁদে জানান, মাহিন আমার বাড়ি এসে ভিডিও কলে দেখায় বিদেশে আমার ছেলেকে বেশ কয়েকজন গলায় ছুরি ধরে রেখেছে। এই দেখে কোন মায়ের মাথা ঠিক থাকতে পারে না। আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে জমি লিখে দিতে হবে। ছেলেকে বাঁচাতে মিজানুরের নামে সাড়ে ৫ শতক জমি আমাদের কাছ থেকে স্ট্যাম্প করে নেয়। এবং আমাদের হুমকি দিয়ে যায় এই কথা যদি কাউকে বলে তাহলে মালদ্বীপে আমার ছেলেকে বস্তায় পুরের নদীর পানীতে ভাসিয়ে দিবে।

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত

গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্তু এরই মধ্যে মালদ্বীপ পবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরণ করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারণ করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ, মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে সনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্তু এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন

তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরণের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সুব্রত জানান, মুক্তিপণ হিবেসে জমি লিখে নেওয়ার একটি অভিযোগপত্র আমার কাছে আছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত বিদ্যালয় ভবন ও রেলওয়ে অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নব-নির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এবং রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। রবিবার বেলা ১১ টার দিকে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলজিইডি’র অর্থায়নে ৬২ লাখ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রেনি কক্ষের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রুহুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অসিত বরণ পাল, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, ১নং ওয়ার্ড পৌর

কাউন্সিলর আনারুল ইসলাম সেন্টু, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন সহ স্থানীয় আ.লীগের নেতা-কর্মীরা।

পরে কোটচাঁদপুর রেল স্টেশনের কার পার্কিং এরিয়া ও আপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। রেলওয়ে পাকশী বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী অঞ্চল) মোঃ শাহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রানালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্থানীয় সাংসদ এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিভাগীয় প্রকৌশলী (১) বীরবল মন্ডল, সহঃ নির্বাহী প্রকৌশলী (চুয়াডাঙ্গা) সুকুর বিশ্বাস। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারি। প্রায় ৭৫ লাখ টাকা ব্যায়ে রেল এই উন্নয়ন কাজ করছে।

জনতার হাতে ধরা পড়লো ছাগল চোর

রবিবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রাম থেকে অটোতে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ভাটপাড়া গ্রামের কয়েকজন যুবক মোটর বাইক নিয়ে তাড়া করলে আলী আজগর মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে অটোসহ ৩ জনকে আটক করে ভাটপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আটকে রাখে স্থানীয় জনতা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের রুবেল(২২),সবুজ(২২),রকি(২২) ছাগল চুরি করে পালালে আটক করে ভাটপাড়া গ্রামের কিছু যুবক।

উল্লেখ্য ৮ জুলাই কলাইডাঙ্গা গ্রামের শ্রাবনদের ৩টি ছাগল চুরি হয়, এছারাও বারাদী অঞ্চলের অনেক ছাগল চুরি হয়েছে।

জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শুকুর প্রমুখ।

জীবননগরে মসজিদ কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া

জীবননগরে মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া পুলিশের বাধায় বন্ধ। অবশেষে ইউপি সদস্য আব্দুল মেম্বারসহ দুইজনের নামে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর গ্রামে ঘটেছে।

অভিযোগকারী মেদনীপুর গ্রামের মৃত আজিজুল তরফদারের ছেলে ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাওসার আলী অভিযোগ করে বলেন, আমদের গ্রামের

মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ।

আমি গালি দিতে নিষেধ করলে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাকে মারধর করতে আসে এক পর্যায় বিষয়টি আমার ওর্য়াড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে বললে তারা আব্দুল মেম্বারের কাছে এসে ঘটনাটি জানতে চাই এ সময় আব্দুল মেম্বার তার দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করার হুমকি প্রদান করে এ বিষয়ে আমি জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুলের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেদিনীপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়টি শোনা মাত্র আমি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি ।বর্তমানে এটি থমথামা অবস্থায় আছে ।

তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে স্কুল ছাত্র নিখোঁজ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে স্কুল ছাত্র তামিম(১২)। রোববার দুপুরে সে খেলার সাথীদের নিয়ে গোসল করতে গেলে নিখোঁজ হয়। তামিমকে উদ্ধারে খুলনার ডুবুরীদলকে তলব করা হয়েছে।

তামিম গাংনীর কাজীপুর গ্রামের কাবের আলীর ছেলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, তামিম তার নানা বাড়ি পীরতলা গ্রামে বেড়াতে আসে। রোববার দুপুরে সাথীদের সাথে নদীতে

গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।

পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনার ডুবুরী দলকে তলব করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও খালের পাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাছ অবমুুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ ইসলাম,

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আলমগীর হুসাইন, জহিরুল লিমিটেড ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম,পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ।

এ সময় সরস্বতী খালে ২ মণ মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও খালের চারপাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করা হয়।

চম্পা রানী চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা মদের ব্যবসা

চুয়াডাঙ্গা সদরের ভালাইপুর মোড়ে কাঁচা মালের আড়ৎ পট্টিতে প্রতিদিন বিকাল হলেই চলে মদের মিলন মেলা।

জানাগেছে ভালাইপুর মোড়ে কাচা মালের আড়ৎ পট্টিতে চম্পা রানী ঝাড়ু দারের কাজ করে থাকে। এই সুযোগে প্রতিদিন বিকাল ৫ টার পর থেকে সন্ধার পর পযর্ন্ত ৫০ থেকে ৬০ লিটার মদ বিক্রি করে থাকে, প্রতিলিটার মদের দাম নিয়ে থাকে ৪০০ টাকা, চম্পা রানীর এই মদ খেতে ছুটে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ।এই মদ খেয়ে কেউ করছে পাগলামি কেউ করছে মাতলামি,আবার কেউ করছে মারামারি।

আর এই মদ ব্যবসায়ী চম্পা রানী-কে সহযোগীতা করছেন ভালাইপুর মোড়ের আড়তদার এলাকার কয়েকজন দালাল। এদিকে ভালাইপুর মোড়ের বেশ কয়েকজন দোকান দার বলেন শুধু চম্পা রানী ও কয়েকজন মানুষের কারণে ভালাইপুর মোড়ে মদের ছড়াছড়ি আর এই কারণে উঠতি বয়সের কিশোর থেকে শুরু করে বযস্করাও এই মদের নেশাই আসক্ত হয়ে পড়েছে।

মদ কিনতে আসা আলুকদিয়া মনিরাম পুরের পাখি ভ্যান চালক বিল্লা বলেন আমার এক বন্ধু হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললো ভালাইপুর মোড়ে থেকে চম্পারানীর কাছ থেকে আড়াই লিটার মদ নিয়ে আই ‘ তাই এসচ্ছি, এদিকে গোপিনাথপুরের মদ কিনতে আসা জৈনেক ব্যক্তি বলেন আগে চুয়াডাঙ্গায় মদ খেতে যেতাম এখন ভালাইপুর মোড়ে চম্পা রানীর কাছে সহজেই মদ কিনতে পারি।

তিনি আরও বলেন ভালাইপুর মোড়ে মদ বিক্রির কারণে মানুষ মদের নেশাই আসক্ত বেশি হচ্ছে। যেমন এই মদ কেনার টাকা মেনেজ করতে কেউ বিক্রয় করে জমির বাঁশ কেউ বিক্রয় করে জমির গাছ আবার কেউ বিক্রয় করে জমি। এই ভাবে গ্রামের কিছু কিছু সহজ সরল মানুষ এখন নিঃস্ব পথে পথে ঘুরছে এই চম্পা রানীর মদ খেয়ে। সাংবাদিক দেখে চম্পা রানী দৌড় দেই, ১০ মিনিট পর ফিরে আসলে মদ বিক্রির কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমার মদ বিক্রির লাইসেন্স আছে আমার কেউ কিছু করতে পারবে না।

এদিকে ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির সভাপতি হাজী আমির হোসেনের বলেন মদ বিক্রির কারণে ভালাইপুর মোড়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, উঠতি বয়সের ছেলেরা মদে আসক্ত হচ্ছে, বেশ কয়েকবার পদক্ষেপ নিয়েছি কিন্তু দুদিন পর আবার দেখি মদ বিক্রি হচ্ছে।

ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি আরও বলেন আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি ভালাইপুর মোড় থেকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। তাই এই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।